126121 - ওজররে কারণে কংিবা ওজর ছাড়া কর্মজীবীর জন্য কর্মক্ষত্রের ত্যাগরে হুকুম

প্রশ্ন

আমি রাষ্ট্রীয় একটি প্রতষ্ঠিানরে দায়ত্বি আছি। কখনো কখনো আমার নজিস্ব কাজ করার জন্য অফসি থকেে বরেয়িে যাই। আমার উপর সরাসরি কোনো দায়ত্বিশীল নইে যার কাছে আমি বরে হওয়ার অনুমতি নবি। আমি অফসিকালীন সময়ে বরে হই; তবে প্রতষ্ঠিানরে কাজে কোনো নতেবিাচক প্রভাব না ফলে। আমার সাথে মোবাইল ফোন রাখি, যাতে করে কর্মক্ষত্রেে আমাকে কোনো প্রয়োজন হলে ফোন দওেয়া সম্ভব হয়। অধকিাংশ দনি আমি অফসি টাইম শষে হওয়ার পরওে কছিু সময় অফসিে থাকি। যে সময়টুকু আমি আমার অফসিরে বাইরে কাটয়িছেি সটেরি ব্যাপারে শরয়ি বধিান কী? আমাকে ফতোয়া দনি, আল্লাহ আপনাদরেকে বরকতময় করুন।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

কোন চাকুরীজীবী যে সময়কাল কর্মস্থলে থাকার ব্যাপারে চুক্তবিদ্ধ সে সময় জুড়ে কর্মস্থলে থাকতে তনিি বাধ্য; তার কোনো কাজ থাকুক বা না থাকুক। কারণ চাকুরজিীবী বা শ্রমজীবীর চুক্ততিে এটি অন্তর্ভুক্ত থাকে। চাকুরীজীবী হচ্ছে বশিষে শ্রমজীবী। বশিষে শ্রমজীবী হলনে এমন ব্যক্তি যার সবোদান সময়রে মাধ্যমে পরমিাপ করা হয়। সুতরাং তাকে এই সময়টুকু চাকুরীর জন্য নজিকেে ব্যস্ততামুক্ত রাখতে হবে। যদি বষিয়টি চাকুরীজীবীর নর্িধারণরে উপর ছড়েে দওেয়া হয় এবং বলা হয় যে, যখন কাজ থাকে সে কবেল তখন উপস্থতি থাকব, তাহলে যথাযথভাবে নয়িন্ত্রণ করা সম্ভবপর না হওয়ায় সকল প্রতষ্ঠিান অকার্যকর হয়ে পড়বে।

চাকুররি ক্ষত্রেে এটাই মূল অবস্থা। অর্থাৎ এটি এমন বশিষে ভাড়ার অন্তর্ভুক্ত যার মূল্য সময়রে মাধ্যমে নর্িধারণ করা হয়।

তবে এর থকেে ব্যতক্রিম হব: যদি কোনো চাকুরজিীবীকে কোনো কাজে বা ব্যক্তগিত স্বার্থে তার কর্মস্থল থকেে বরে হওয়ার প্রয়োজন হয়, যে কাজটি অফসি টাইমরে পরে নয়িে যাওয়া তার জন্য কঠনি হয়, তাহলে সে প্রশাসনরে অনুমতি নয়িে বরে হবে।

আর যদি অবস্থা এমন হয় যমেনটি আপনি উল্লখে করছেনে যে আপনইি প্রতষ্ঠিানরে দায়ত্বিশীল এবং অনুমতি গ্রহণরে মতো কউে নইে, তাহলে আমরা বলব: আপনার জন্য এমন বশিষে প্রয়োজনে বরে হওয়া বধৈ যা অফসি টাইমরে পরে নয়িে

যাওয়া কঠনি। আপনি নজিকেে অন্যান্য স্টাফদরে মতোই মনে করবনে। তাদরেকে যতটা অনুমতি দনে তার চয়েে নজিকেে বশেি সুযোগ দবিনে না। বরং আপনাকে অন্যদরে জন্য আদর্শ হতে হবে। তাদরে জন্য আপনি যতটুকু কঠনি করনে না নজিরে জন্য ততটুকু কঠনি করবনে। বাস্তবে দখো যায়, স্টাফরা যদি তাদরে ম্যানজোরকে বরে হতে দখেে তাহলে তারাও বরে হওয়ার ক্ষত্রেে শথিলিতা অবলম্বন করে। কাজ করার ক্ষত্রেওে তারা ঢলিমেি করে। এতে করে ব্যাপক ক্ষতি হয়।

কবেল মোবাইল ফোন সাথে থাকা আর অফসি টাইমরে পরে অতরিক্তি সময় অফসিে থাকা যথষ্টে নয়। কারণ কর্মস্থলরে হক যথাসময়ে আদায় করতে হবে; অফসি টাইমরে বাইরে নয়। এটি মানুষরে উপর অর্পতি অন্যতম আমানত, চাই অফসিরে পরচিালক থাকুক কংিবা না থাকুক। আল্লাহ তাআলা বলনে:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

“নশ্চিয় আল্লাহ তোমাদরেকে নর্দিশে দচ্ছিনে যনে তোমরা আমানতসমূহ এর প্রাপকদরেকে প্রদান কর।”[সূরা নসিা: ৫৮]

ইবনে কাসীর রাহমিাহুল্লাহ তার তাফসীরে (১/৬৭৩) বলনে: “আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছনে যে তনিি প্রাপকদরেকে কাছে তাদরে আমানত প্রদানরে নর্দিশে দয়িছেনে। হাসান থকেে বর্ণতি হাদীসে রয়ছে: সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করনে য: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “যে তোমাকে আমানত প্রদান করছে, তাকে আমানত ফরিয়িে দাও। যে তোমার সাথে খয়োনত করছে তার সাথে খয়োনত করো না।” হাদীসটি আহমাদ ও সুনান প্রণতোরা বর্ণনা করছেনে। হাদসিটি মানুষরে উপর আবশ্যকীয় সকল আমানতকে অন্তর্ভুক্ত করে। যমেন: বান্দাদরে উপর আল্লাহর হক; যথা: নামায, যাকাত, কাফ্ফারা, মানত, রোযা প্রভৃতি যে সমস্ত বষিয়রে আমানত তাকে প্রদান করা হয়ছে এবং যা বান্দারা দখেতে পায় না। আরো রয়ছে: বান্দাদরে পারস্পরকি হক, যমেন: সম্পদ গচ্ছতি রাখা প্রভৃতি যে বস্তুগুলো বান্দারা কোনো প্রমাণ ছাড়া একে অন্যরে কাছে আমানত হসিবেে রাখে। আল্লাহ সইে আমানতগুলো এর প্রাপকদরেকে প্রদান করার নর্দিশে দয়িছেনে। দুনয়িায় যদি কউে এটি না করে, তাহলে কয়িামতরে দনি তার কাছ থকেে এটি আদায় করা হবে।”[সমাপ্ত]

পরচিালক ও দায়ত্বিশীলদরে কর্মস্থল ত্যাগে শথিলিতার কারণইে সগেুলোর কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে ও ক্ষতগ্রিস্ত হচ্ছে। এর বপিরীতে আপনি দখেবনে যে প্রতষ্ঠিানরে দায়ত্বিশীল ব্যক্তি আগভোগে হাজরি হয় এবং কাদাচৎি অফসি থকেে বরে হয়, সে প্রতষ্ঠিানরে স্টাফরাও নয়িম মনেে চলে এবং তাদরে কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

দায়ত্বিশীল ব্যক্তরি জানা উচতি যে তাকে প্রদত্ত দায়ত্বিসমূহরে মাঝে অন্যতম হলো: কর্মকর্তাদরে কাজ তত্ত্বাবধান করা, মূল্যায়ন করা, দকি-নর্দিশেনা প্রদান করা এবং তাদরে উপর তার নজরদারি ও জবাবদহিতিার বষিয়টি তাদরেকে জানয়িে দয়ো।

এ বষিয়টরি গুরুত্ব ও এ সম্পর্কে বপিুল সংখ্যক প্রশ্ন থাকার কারণে আমরা এ সম্পর্কে আলমেদরে কছিু ফতোয়া উল্লখে

করছি:

১- ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: চাকুরীজীবীরা অফিস টাইমে অফিস করতে আদিষ্ট, কিন্তু তারা অফিস চলাকালে অনুমতি ছাড়া ক্রয়-বিক্রিয়ের জন্য বেরিয়ে যায়। তাদের এই কাজের হুকুম কী?

কমিটি উত্তর দেয়: চাকুরিজীবীর জন্য অফিসকালীন সময়ে ক্রয়-বিক্রিয়ের জন্য বের হওয়া জায়েয নেই; ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে এ বিষয়ে অনুমতি দিক বা না দিক। কারণ এর মধ্যে শাসকের নির্দেশ অমান্য করা হয়। কেননা এই কাজটি নিষিদ্ধ। উপরন্তু, এতে করে তার উপরে ন্যস্ত কাজটি নষ্ট হয়, যার ফলশ্রুতিতে তার কাজের সাথে সম্পৃক্ত মুসলিমদের অধিকার বিনষ্ট হয় এবং তা পূরণরূপে আদায় হয় না। আবু ইয়া'লা ও আসকারী বর্ণনা করেন, আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন তোমাদের কেউ কোনো কাজ করলে সে যেন তার নিখুঁতভাবে করে।" বাইহাকী ও ত্বাবারানী অনুরূপ বর্ণনা করেন।[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ: (২৩/৪১৫)]

২- শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: আইন হলো রাষ্ট্রীয় সরকারী অফিস টাইম মানা। কেউ কেউ আধা ঘণ্টা দেরী করে আসে কিংবা সময় শেষ হওয়ার আধা ঘণ্টা আগে সে চলে যায়। আবার কখনো এক ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশি সময় বিলম্ব করে। এমন কাজের হুকুম কী?

তিনি বলেন: 'আমার মনে হয় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ বিনিময়কৃতের বিপরীতে বিনিময় হওয়া আবশ্যক। তাই সরকারী চাকুরিজীবী এতে সন্তুষ্ট হবেন না যে, রাষ্ট্র তার বেতন থেকে কোনো কিছু কেটে রাখুক, তদ্রূপ তার জন্যেও রাষ্ট্রের কোনো অধিকার কমানো উচিত নয়। তাই অফিসের নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে যাওয়া কোনো মানুষের জন্য জায়েয নেই। এবং অফিস টাইম শেষ হওয়ার আগেও চলে যাওয়া জায়েয নয়।'

প্রশ্নকর্তা: 'কিন্তু কেউ কেউ দাবি করে যে মূলত কোনো কাজই নেই। কারণ তার কাজ কম?' শাইখ বলেন: বিষয়টা হলো আপনি সময়ের ক্ষেত্রে তাদের সাথে দায়বদ্ধ; কর্মের ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ আপনাকে বলা হয়েছে: আপনাকে বেতন প্রদান করা হলো এই শর্তে যে, আপনি এই সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত থাকবেন; আপনার কাজ থাকুক বা না থাকুক। যেহেতু আপনার বেতন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু পুরো সময়টা আপনাকে দিতে হবে। অন্যথায় আমরা যে সময়টি ছিলাম না সেটের বেতন খাওয়া বাতিল বলে গণ্য হবে।'[লিকাউল বাবিল মাফতূহ: (৯/১৪)]

৩- তাকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: কিছু চাকুরিজীবী অফিস টাইম শেষ হওয়ার আগে চলে যায় কিংবা অফিস চলাকালীন সময়ে অফিস বাদ দিয়ে বেরিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে কিংবা অফিসে দেরীতে আসে; এর হুকুম কী?

তিনি বলেন: 'কোনো সরকারী চাকুরিজীবীর জন্য অফিস টাইম শেষ হওয়ার আগে বের হওয়া বৈধ নয়। অফিস টাইমের শুরুতে

দরৌ করাও বধৈ নয়। অফসি টাইম চলাকালীন বরেয়িে যাওয়াও বধৈ নয়। কারণ তার এই অফসি টাইমরে মালকি রাষ্ট্র, অফসি টাইমরে বনিমিয়ে রাষ্ট্র তাকে কোষাগার থকেে অর্থ দয়ে। তবে যটো প্রচলতি আছ, অফসি টাইম চলাকালীন কারো বরে হওয়ার প্রয়োজন পড়লে যদি সে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অথবা পরচিালক থকেে অনুমতি নয়ে এবং সে বরেয়িে গলেওে কাজ বাধাগ্রস্ত না হয়, তাহলে আশা করি এতে কোনো সমস্যা হবে না।'[সমাপ্ত]

৪- শাইখ সালহি আল-ফাউযান হাফযিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: কছিু সরকারী কর্মকর্তা আছে যাদরে কাছে সবোপ্রার্থী কম। তারা অফসি টাইম শষে হওয়ার আগইে দুপুরে বরেয়িে যায়। তারপর তাদবে স্ত্রীদরে সাথে দুপুররে খাবার খয়েে আবার ফরিে এসে অফসি টাইম শষে হওয়া পর্যন্ত অফসি কর।ে .. এই কাজটি কি বধৈ? তাদরে জন্য আপনাদরে উপদশে কী?

তনিি উত্তর দনে: 'চাকুরজিীবীকে অবশ্যই অফসি টাইমরে শুরু থকেে শষে পর্যন্ত কর্মস্থলে থাকতে হব।ে তার জন্য অফসি টাইম চলাকালীন ঘরে কংিবা নজিস্ব কাজে যাওয়া জায়যে নইে। বরং তাকে কর্মস্থলে থাকতে হব,ে যদওি সবোপ্রার্থীর সংখ্যা কম থাকুক। কারণ অফসি টাইমরে মালকি অফসি; সে নয়। সে যে বতেন নচ্ছি অফসি ঐ বতেনরে বনিমিয়ে তার কাছ থকেে এই সময় ক্রয় করে নয়িছে।ে তাই ব্যক্তগিত স্বার্থে এই প্রাপ্য সময়ে কোনো ঘাটতি করা জায়যে নয়। তবে চাকুররি নয়িমকানুন স্বীকৃত কোন ওজর থাকলে সটো ভন্নি কথা।'[সমাপ্ত]

৫- শাইখ ইবনে জবিরীন হাফযিাহুল্লাহকে জজ্ঞিসে করা হয়:

কোনো কর্মচারীর জন্য 'কাজ নইে' এই যুক্তি দয়িে নয়িমতি কর্মস্থল ত্যাগ করা কি বধৈ? যদওি সে যে কাজটি করে সে কাজরে তুলনায় তার বতেন অনকে বড়?

তনিি উত্তর দনে: অফসি টাইম শষে না হওয়া পর্যন্ত কোনো কর্মচারী তার কর্মস্থল ত্যাগ করবে না; এমনকি যদি সে কর্মহীন বসে থাকে তবুও। চাই তার বতেন বশেি হোক কংিবা কম হোক। কন্তিু যদি আকস্মকি কছিু ঘটে কংিবা তার এমন কছিু হয় যে সে বরেয়িে যতেে বাধ্য হয়; যমেন: অসুস্থতা বা জরুরী কোন কাজ এবং তার জন্য বরেয়িে যাওয়া ছাড়া উপায় না থাক,ে তাহলে সে বরে হতে পার।ে কাজ সরেইে সে ফরিে আসব।ে কারণ তার এই সময়রে মালকি রাষ্ট্র অথবা সে যইে কোম্পানরি অধীনে কাজ করে ঐ কোম্পানি। তবে যদি তার কাজরে ক্ষত্রে নর্িধারতি থাক,ে তাহলে সে নর্িধারতি কাজটা শষে করে যখোনে ইচ্ছা সখোনে যতেে পারব।ে আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[সমাপ্ত][ফাতাওয়া মুহম্মিা লি-মুওয়ায্যাফলি উম্মাহ]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।